দৈনিক বাংলা

81

তারিখ 24 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৫৫ কলাম ৩

92

দেশেই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ চাই

গতকাল দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে নিজ খরচে ভারতে পড়তে যাওয়ার হিড়িক শুরু হয়েছে। বর্তমানে ভারতে বাংলাদেশের প্রায় ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। এই সংখ্যা প্রতিবছরই বাড়ছে। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র লাভের জন্য প্রতিদিনই নতুন নতুন আবেদনপত্র জমা পড়ছে। এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রতি বছর গড়ে ৬০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় ভারতে চলে যাচ্ছে। শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বা কারিগরি বা প্রকৌশল শিক্ষার জন্যই যে ছাত্রছাত্রীরা ভারতে যাচ্ছে, তা নয়, সেখানকার সাধারণ কলেজে ভর্তি হবার জন্যও বাংলাদেশী অভিভাবকরা নিজ খরচে ছেলে–মেয়েদের ভারতে পাঠাচ্ছেন। এই পরিস্থিতি কোন অবস্থায়ই আমাদের দেশ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না।

দু' চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান ভারত থেকে উন্নত। এখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মানের চেয়ে উন্নত এবং স্বীকৃত। যদিও একথা সত্য যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আসন সংখ্যার চেয়ে মেধাবী ছাত্রের সংখ্যা অনেক বেশী। সে ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার জন্য বহির্মুখী প্রবণতা যে সৃষ্টি হবে তাও বাস্তব ঘটনা। কিন্তু তাই বলে ভারতের সাধারণ অখ্যাত কলেজে ভর্তির জন্য লাইন ধরবে এখানকার ছাত্র–অভিভাবকরা, সে পরিস্থিতি মেনে নিতে কষ্ট হয়। ভারতে ব্যাপক হারে স্ব খরচে পড়াশোনা করতে যাবার পেছনে যে সব যুক্তি উলেখ করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেশনজট, সন্ত্রাস ইত্যাদি।

শিক্ষাঙ্গনে সেশনজট এবং সন্ত্রাস একটি অতি বাস্তব সমস্যা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশনজট এক অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। তিন বছরের কোর্স এখন পাঁচ বছরেও শেষ হতে চায় না। এই সেশনজটের জন্য সন্ত্রাসই প্রধানত দায়ী। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের কারণে অনেক সময় অনির্ধারিতভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। তার ওপর আবার আছে পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন। এ কারণে নির্ধারিত সময়ে কোর্স শেষ করা যায় না। শুধুমাত্র এ–ই নয়, অনেক সময় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা খাতা দেখতেও বছর পার করে দেন। তার ফলে পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। শিক্ষার্থীরা ফলের আশায় বসে থাকে, দেশের কর্মী বাহিনীতে যোগ দিতে পারে না।

শিক্ষাঙ্গনে সেশনজট ও সন্ত্রাসের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাই একথা হয়ত জোর দিয়েই বলা যায় যে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন করতে পারলে সেশনজট সমস্যা আপনাআপনিই অনেকখানি দূর হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সরকার ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সে ব্যবস্থা আরও জোরদার করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সন্ত্রাসের বীজ চিরতরে নির্মূল করতে হবে। দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সন্ত্রাস নির্মূলের বিকল্প নাই। সে ব্যবস্থা সম্ভব হলে ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে পড়তে যাবার প্রয়োজন অনেকখানি মিটবে।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে। তা হল, দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা সীমিত। কিন্তু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ভর্তির ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাবে এসব প্রতিষ্ঠানের শত শত আসন শূন্য পড়ে থাকে। এ–ও কম দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার নয়।

আমরা মনে করি, দেশেই শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক ছাত্রের বিদেশে পাড়ি জমানো রোধ করা সম্ভব। এই পাড়ি জমানো রোধ করা সম্ভব হলে বৈদেশিক মুদ্রার যেমন সাশ্রয় হবে, তেমনি আমাদের তরুণ সমাজও ভিনদেশী সাংস্কৃতিক গ্রাস থেকে রক্ষা পাবে। দেশও মেধাবী ছাত্রদের সেবা থেকে বঞ্চিত হবে না। এ কারণেই সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, দেশেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নিন; আর শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।